

সালাত



নতুন মুসলিমদের জন্য নির্দেশনা

সালাত

নতুন মুসলিমদের জন্য নির্দেশনা

মুহা়ররম ১৪৪১/সেপ্টেম্বর ২০১৯

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।
রচনা এবং প্রকাশিত



مرکز التعريف بالإسلام

ইসলামিক সেন্টার ইনফরমেশন

সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ, মাস্কট

ওমানের সুলতান

টেলিফ্যাক্স- (৯৬৮) ২৪৫০ ৫১৭০

www.iicomman.om



সূচিপত্র

মুখবন্ধ	1
অধ্যায় এক - প্রারম্ভিকা	2
অধ্যায় দুই - পবিত্রতা অর্জন	4
▶ শারীরিক পবিত্রতা	
▶ আত্মিক পবিত্রতা	
অধ্যায় তিন - ওজু (পানি দিয়ে পরিষ্কার করা নির্ধারিত অংশ)	8
▶ ওজু	
▶ তাওয়ামম	
▶ অজুর ধারবাহিক কার্যক্রম	
অধ্যায় ৪ - সলাহ	16
▶ সলাহের প্রকারভেদ	
▶ সলাহের ওয়াক্ত বা সময়	
▶ কিভাবে সলাহ আদায় করতে হয়	
▶ সলাহ নষ্ট করে এমন কাজগুলো	
অধ্যায় ৫- ফরজ সলাহ	21
অধ্যায় ৬- মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো	25
অধ্যায় ৭- বিভিন্ন ইসলামিক বিভিন্ন মাজহাবের সলাহের আদায়ের ভিন্নতা	27
অধ্যায় ৮- বিবিধ সমস্যা এবং শিষ্টাচার	29
অধ্যায় ৯- সলাহ আদায়ের ধারাবাহিক নিয়ম	35
অধ্যায় ১০- পদগুলির শব্দকোষ	46

ভূমিকা

সালাত ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রুকুন। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেন, প্রতিটি জিনিসের এর একটি স্তম্ভ থাকে আর সালাহ ইসলামের স্তম্ভ।¹ তিনি আরও বলেন, ঃ কেয়ামতের দিন সবার আগে সালাতের হিসাব নেওয়া হবে²

আমাদের নিত্যদিনের সালাত আমাদে প্রাত্যহিক জীবনে মহান রবের সম্ভৃষ্টি অর্জনের মাধ্যম। যার মাধ্যমে আমরা মহান রবের কাছে শয়তানি সব অশ্লীল কাজ থেকে পানাহ চাই, যেভাবে আমরা কুরআন পড়ি।

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিয়মিত সালাহ আদায় করুন, নিশ্চয়ই সালাহ অশ্লীল এবং অন্যায় কর্ম থেকে বিরত রাখে (কুরআন ২৯;৪৫)

এটা মহান রবের পক্ষ থেকে দায়িত্ব যার মাধ্যমে আমরা রবকে স্মরণ করি এবং মানবজাতির প্রতি দায়িত্বকেও। তাই ইসলামের সালাহের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখেনা। সালাহ হচ্ছে সর্বপ্রথম সেই বিষয় যার ব্যাপারে একজন নতুন মুসলিমকে জানতেই হবে। উক্ত বইটিতে নতুন মুসলিমদের জন্য সালাহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যাতে সে তাৎক্ষণিক ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সালাহ আদায় করতে সক্ষম হয়। তারপরেও নতুন মুসলিমদের অন্যান্য ইবাদাতের জ্ঞান অর্জনের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে ইসলামের অন্যান্য ইবাদাত গুলো ঠিকমত পালন করতে পারে।

উক্ত বইটিতে ইবাদাতের পূর্ব প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, প্রতিদিনের পাচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, জুম্মার নামাজ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত ইবাদাতের (আরবিতে একে সুন্নাহ একবচন, এবং সুন্নাহ বহুবচন বলা হয়) বিষয় আনা হয়েছে। এগুলো অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন ইবাদাত যেমন রমজানের তারাবি, জানাজার নামাজ, ঈদের নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদাতের বিষয়ে নয়। এসব ইবাদাতের বিস্তারিত অন্যান্য বই এ করা হয়েছে।

1 রাবীগন কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের বর্ণনা সংরক্ষণ
2 তিরমীজ কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের বর্ণনা সংরক্ষণ



অধ্যায় ১- প্রারম্ভিকা

১। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা;^৩ আলাহ হুকুম যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা 'আলা কুরআনে বলেন,

فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“ সালাত আদায় করুন। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে মুমিনদের উপর সালাত ফরজ করা হয়েছে। (কুরআন ৪:১০৩)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম^৪ বলেন।

সালাত মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী। যে সালাত ত্যাগ করে সে কাফের।

সনদ সংরক্ষণঃ আর রাবী, আত তিরমীজি, আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য।

২। সালাত প্রত্যেক বালেগ মুসলিম নারী এবং পুরুষের উপর ফরজ। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “ এবং একজন পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ ব্যক্তি না সে বুদ্ধিমান হয় “^৫

৩। একজন মুসলমানকে নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত করতে হয়। (সলাহের সময়সীমার ৪র্থ অধ্যায় দেখুন)

৪। সালাত আদায়ের জন্য আপনাকে বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রথমে রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অবস্থাতেই থাকতে হবে। (পবিত্রতার অবস্থাকে “তাহারা” বলা হয়, ২য় অধ্যায় দেখুন)

৫। একবার আপনার তাহারা (পবিত্রতা) আপনাকে সালাতের জন্য অজু করতে হবে। (ওজু, অধ্যায় ৩)

৩ যখন আমরা আল্লাহর নাম বলি সাথে সুবহান ও তা আ'লা বলি যার অর্থ তিনি মহিমাম্বিত এবং সমস্ত কিছুর উপরে।

৪ যখন নবীর নাম উচ্চারণ করবো সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আপনার উপর শান্তি বর্ণিত হউক

৫ এই হাদিসটি আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেন।



৬। ইসলামে সমস্ত কাজের পুরস্কার দেওয়া হয় নিয়্যাতের উপর নির্ভর করে। আর তাই পবিত্রতা গ্রহণ, অজু এবং সলাতের আগে নিজের নিয়্যাতটা দেখে নেওয়া এবং সমস্ত ইবাদাত গুলোকে দৃঢ়তার সাথে একমাত্র আল্লাহ সুবানাল্লাহ এর জন্য করা ।

৭। সলাত আরবী ভাষাতেই আদায় করতে হবে , কারণ এর সাথে আরবিতে কুরআন তিলওয়াত জড়িত এবং সলাতের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবিতেই আদায় করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। অন্য যেকোনও ভাষায় সলাতের বিষয়বস্তুর আবৃত্তি ও প্রকাশ গুলি কেবল আবৃত্তি ও অভিব্যক্তির আপাত অর্থই শুধু পরিবর্তন করবেনা বরং তার আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় এবং তাতপর্যও পরিবর্তন করে দেয়।

সলাত আদায়ের পূর্বে একজন মুসলিম অবশ্যই নিজেকে শারীরিক এবং আত্মিক

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَالَهُ اِيَّكُمْ اِيْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوْا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَبِعَمِّ الْمَوْلٰی وَنِعَمِ الْكَفِيْرِ

“আল্লাহর পথে চেষ্টা করুন যেমন আপনার প্রচেষ্টা করা উচিত। (আন্তরিকতা এবং শৃঙ্খলা সহকারে) তিনি আপনাকে বেছে নিয়েছেন দ্বীনের মধ্যে আপনার জন্য কোন অসুবিধা রাখেন নি , এটা আপনার পিতা ইব্রাহিমের ধর্ম। তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলমান। এর আগেও এবং এর আগেও,যাতে রাসুল আপনার পক্ষে সাক্ষী হন এবং আপনি মানবজাতির পক্ষে সাক্ষী হন। সুতরাং নিয়মিত সলাত আদায় করুন এবং নিয়মিত দান করুন এবং শক্ত করে ধরে রাখুন। তিনিই আপনার রক্ষক , সুরক্ষার পক্ষে সেরা এবং সহায়তার পক্ষে সেরা। (কুরআন ২২ঃ৭৮)



অধ্যায় ২- তাহরাত (পবিত্রতা)

পবিত্রতা হাসিল করা দরকার। (আরবিতে নাপাকিকে নাজাসা এবং হাদাসা আল আকবর বলা হয়)

আল্লাহ সুবহানু তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

যারা আল্লাহর কাছে নিরন্তর ফিরে আসে আল্লাহ তাদের কে ভালোবাসেন, এবং আল্লাহ তাদের কে ভালোবাসেন যারা পবিত্রতা হাসিল করে (কুরআন ২;২২২)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

সলাতের চাবিকাঠি পবিত্রতা

(সনদ – আত তিরমিজী , আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

১। শারীরিক অপবিত্রতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে অবশ্যই শরীর , কাপড়, এবং সলাতের স্থান পরিষ্কার রাখতে হবে

ক। পর্সাব, মানুষের অথবা প্রাণীর।

খ। মল- মানুষের এবং প্রাণীর তবে সেসব প্রাণী ছাড়া যেসব ইসলামে খাওয়া জায়েজ

গ। রক্ত; যেকোন ধরণের রক্ত, মাছ অথবা মাংস প্রস্তুত করার সময় যে রক্ত বের হয় তা ব্যতীত ।

ঘ। বমি

ঙ। যে খাবার চাই সেটা তরল হউক যদি পেট থেকে মুখে ফিরত আসে

চ। বীর্য- তরল পদার্থ যা যৌন মিলনের পরে বা স্বপ্নদোষ এর মাধ্যমে বের হয়।

ছ। স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কের প্রাথমিক অবস্থায় থাকে আর তাতে যে হালকা তরল বের হয় গোপন অঙ্গ থেকে (হালকা তরল পদার্থকে মজি বলা হয় আরবিতে)

জ। প্রসাবের পরে যে হালকা তরল বের হয়। (আরবিতে একে ওয়াজি বলা হয়)



৫। শারীরিক অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার হওয়া (নাজাসা)

৫। শরীরে , কাপড়ে বা যেকোন জায়গাতে যদি নাপাকি লেগে থাকে তবে তা পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। যদি কোন কুকুরের থেকে নাপাকি লাগে (প্রসাব, লালা, অথবা মল) , তাহলে উক্ত নাপাকি সাতবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে, এর মধ্যে একবার পরিষ্কার মাটি দিয়েও ধৌত করতে হবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে যদি ধুয়ার পরেও কিছু গন্ধ বা শক্ত দাগ থেকে যায় তবে তা উপেক্ষা করতে হবে।

৫। শরীয়ত এর নির্ধারিত অপবিত্রতা (নাজাসে গালিজা)

একজন মানুষ তখন শরীয়ত এর অপবিত্রতার আওতায় আসে যখন তার মধ্যে নিম্ন বর্ণিত কোন কারণ পাওয়া যাবেঃ

ক। জানাবার অবস্থা- যৌন সম্পর্কের পরে অথবা বীর্য স্থলনের পরে , হোক সে ব্যক্তি জাগ্রত বা ঘুমন্ত হউক (স্বপ্ন দোষ)

খ। হায়েজ অবস্থা - কোন মহিলার ঋতুস্রাবের (মাসিকের) সময়।

গ। নেফাস অবস্থা – কোন মহিলার বাচ্চার প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ

শরীয়ত এর নির্ধারিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা গ্রহণ- (নাজাসাতে গালিজা)

শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক গোসলের মাধ্যমে শরীয়ত এর নির্ধারিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া। সমস্ত শরীর ধৌত করার ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণীয়

ক। শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক গোসলের নিয়ত করা।

খ। প্রসাব করা । (যদি প্রয়োজন থাকে ,এটা এজন্য করতে বলা হয়, যাতে প্রসাবের রাস্তা থেকে বীর্য পরিষ্কার হয়ে যায়)

গ। গোপনা অঙ্গ ,নাভী থেকে নিয়ে হাটু পর্যন্ত ধৌত করা, এবং শরীরের সে সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা যাতে নাপাকি লেগেছে।

ঘ। বিসমিল্লাহ বলা (অর্থ আল্লহর নামে শুরু)

ঙ। অজু করা যেভাবে সলাতের জন্য করা হয়। (ওয় অধ্যায় দেখুন)

চ। পানি দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা, উপরের অংশ থেকে শুরু করে নীচের অংশ, ডান অংশ থেকে বামের অংশ ।

৬। অজুর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি



ক। যে শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক পবিত্র নয় (তহির নয়) সে নিম্নলিখিত কাজ গুলো করার অনুমতি নেইঃ

- ১। সালাত আদায়
- ২। রোজা রাখা
- ৩। কুরআন স্পর্শ বা তিলোয়াত করা
- ৪। মসজিদে প্রবেশ করা

খ। যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করেছে তাকে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় গোসল করতে হবে, ইসলাম গ্রহণের পরে।

গ। যদি কেউ নিশ্চিত হয় যে তার শরীরে নাপাকি আছে কিন্তু সে স্থান অজানা তখন সেই পুরুষ বা নারীকে শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মে গোসল করে পুরো শরীর পাক করতে হবে।



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৭। হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল, এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, (পানি দিয়ে) মাথা মাসেহ করবে, এবং দুই পায়ের টাকনু ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে বিশেষ ভাবে পবিত্র হবে। যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও, অথবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান হতে আগমন করে অথবা স্ত্রীকে স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়ামুম কর, তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল, এবং হাত মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, ও তিনি তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر»

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু বর্ণনা করেন।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুম্মা থেকে অপর জুম্মার সালাত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যায়। তবে কবিরা গুনাহ ব্যতীত।

মুসলিম এর রেওয়াত।



অধ্যায় ৩- অজু

যদি কেউ শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় পবিত্র থাকে, তাকে অবশ্যই অজু করতে হবে সালাত আদায়ের জন্য। উক্ত অধ্যায়ের তিনটি অংশ- (১) অজু, (২) তায়ামুম, (৩) অজুর ভঙ্গের কারনসমূহ।

১। অজু

ওজু একজন মুসলিমকে শারীরিক এবং আত্মিকভাবে আল্লাহ সুবহানআল্লা তা আলাার সামনে সলাতে দাঁড়াতে প্রস্তুত করে। এটা শরীরের নির্ধারিত অংশ পরিষ্কার করার কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম যা আল্লাহ সুবহান আল্লা তা আলা এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের সমন্বয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সলাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল, এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, (পানি দিয়ে) মাথা মাসেহ করবে, এবং দুই পায়ের টাঁকনু ধৌত করবে।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত সালাত কবুল হবেনা

রেওয়াত ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ এবং অন্যান্য

অজু করার নিয়মাবলী

অজুর মাধ্যমে শরীর থেকে নাপাকি দূর করার জন্য প্রথমে মনে অজুর নিয়ত করতে হবে। এবং বলতে হবে

بِسْمِ اللّٰهِ

বিসমিল্লাহ যার অর্থ আল্লাহর নামে শুরু



এরপর দুই নিম্নবর্ণিত আটটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে



১

দুই হাত কজি পর্যন্ত দুইবার ধোয়া, নিশ্চিত হওয়া যাতে দুই হাতের কজি পর্যন্ত ভালোভাবে পানি পৌঁছে এমনকি আংগুলের সহ।



২

ডান হাত ব্যবহার করে অঞ্জলি ভরে পানি মুখে দেওয়া, কুলি করা, এবং ভালোভাবে গড়গড়া করা। এটা তিনবার করা।



৩

আবার ডান হাত ব্যবহার করে নাকে পানি দেওয়া, এবং যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করা। বাম হাত দিয়ে শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ পরিষ্কার করা। এটা তিনবার করা



৪

দুই হাত ব্যবহার করে মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করা। কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত এবং দুই হাত দিয়ে এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ধৌত করা





৫

হাতের কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া এবং আঙ্গুল এর ভিতর পর্যন্ত ধৌত পর্যন্ত ধোয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। ডান বাহু দিয়ে প্রথমে এবং পরে বাম বাহু ধৌত করা



৬

মাথার সামনের থেকে পিছনে পর্যন্ত দুই হাত দিয়ে ধৌত করা।



৭

ভিজা আঙুল দিয়ে কানের পিছনে পর্যন্ত মুছে একই সময়ে কানের পিছনে বৃদ্ধা আঙ্গুলি দিয়ে মুছে নেওয়া নেওয়া। এটা একবার করা ।



৮

গোড়ালি সহ পা তিনবার ধৌত করা। পায়ের আঙুল সমূহে নিশ্চিত ভাবে পানি পৌঁছে দেওয়া এবং পায়ের তলাতেও। ডান পা থেকে শুরু করা এবং বাম পা।



এই আইটি ধারা অজুর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই পর্যায়ে এসে নিম্নের দোয়াটিন পড়তে হবে

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

আশ হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ হাদু আল্লা মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ।
আল্লাহুমা জ আলনি মিনাত তওয়্যাবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাতহহিরিন।

আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এবং আমি
আরও সাক্ষ দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। হে আল্লাহ আপনি
আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এবং আমাকে অধিক পবিত্রতা
অর্জনকারীদের দলভুক্ত করুন।

অজুর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিঃ

- ক। অজুতে অবশ্য ধৌত অঙ্গে আবশ্যিক পানি পৌঁছাতে হবে। যাই হোক তবে এতে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার না করা। অথবা তিনবারের বেশী ধৌত না করা
- খ। ওয়ু হবেনা যতক্ষণ না কেউ অলংকার বা মেকআপ ব্যবহার করা যা তক পর্যন্ত বা নখ পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে বাধা দান করে
- গ। যদি ক্ষত বা নাক থেকে রক্তপাত হতে থাকে তবে সেই স্থান ঢেকে নেওয়া যাতে রক্তপাত রোধ হয় এবং অজু করে সালাতআদায় করে নেওয়া এবং এই নিয়ম একইভাবে ঐসব মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের নিয়মিত মাসিক এর বাহিরে রক্তপাত হয়
- ঘ। অজু শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পানি দ্বারা করতে হবে যেমন কলের পানি, ঝরনার পানি, তুষার এবং শিলা বৃষ্টির পানি। পানিতে যদি খাঁটি উপাদান মিশ্রিত হয় যেমন সাবান জাফরান ফুল ইত্যাদি তবে এগুলো দিয়ে ওয়ু হবে।



ঙ। যদি পানিতে অপবিত্র কিছু মিশে যায় তখন সেটা দিয়ে ওয়ু হবে না অথবা এমন কিছু একত্র হয় যা পানির স্বাদ বা গন্ধ কে বিকৃত করে ফেলে ।

২। তাইয়ামুম (শুকনো অজু)

তাইয়ামুম শারীরিক অপবিত্রতা, ধর্মীয় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম, যা শুকনো ওয়ু (বালু বা ধুলা) এর মাধ্যমে অর্জিত হয়। নিম্নলিখিত অবস্থায় তাইয়ামুম করা যাবে।

ক। যখন পানি পাওয়া যাবেনা, আল্লাহ কুরআনে বলেন ,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

তাইয়ামুম শারীরিক অপবিত্রতা, ধর্মীয় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম, যা শুকনো ওয়ু (বালু বা ধুলা) এর মাধ্যমে অর্জিত হয়। নিম্নলিখিত অবস্থায় তাইয়ামুম করা যাবে। পানি না পাওয়া যায়। আল্লাহপাক কোরআনে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো আর যদি পিরিত হও বা সফরে থাকো অথবা কেউ পায়খানা হতে আসে অথবা তোমরা নারী সন্তোঙ্গ করো এবং পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তাইয়ামুম করবে (তা মুখে হাতে বুলিয়ে নিবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল। (কুরআন ৪-৪৩)

খ। অত্যধিক ঠান্ডা রোগ বেড়ে যাওয়া অথবা অসুস্থতা থেকে দেরিতে সুস্থ হওয়া ইত্যাদি

গ। শুধু পান করার জন্য ব্যবহার্য পানি থাকা



তায়ামুম করার জন্য সর্বপ্রথম নিয়ত করে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে তারপর নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

ধাপ ১; হাতের তালু দিয়ে শুকনো পরিষ্কার মাটিতে হাত মারতে হবে আলাগা মাটি ঝেড়ে ফেলে মুখমণ্ডল মাসাহ করতে হবে ওয়ুর মত করে ।



ধাপ ২; শুকনো পরিষ্কার মাটিতে আবার হাত দিয়ে আলাগা মাটি ঝেড়ে ফেলতে হবে ।



ওযু সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَيَّ
طَهَّرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ

ইবনে উমরের (রা।) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ওযু করে, আল্লাহ তার জন্য দশটি ভাল মর্যাদা লিখে দেন।” এটি তিরমিযী রেওয়াত করেছেন

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهْوَرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ” مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٌ تَحَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَقَارَةِ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ “.

আমর ইবনে সাইদ ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন: আমি উসমানে (রা।) সাথে ছিলাম এবং তিনি ওযু পানি নিয়ে আসতে বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যখন কোন মুসলিম ব্যক্তির সামনে ফরজ সালাত উপস্থিত হয়, এবং সে সুন্দর রূপে ওজু করে, রুকু সিজদাকে উত্তমরূপে আদায় করে, তখন সেই অজু তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য পোচকারী হয় যদি সে কবিরী গুনাহ না করে থাকে এবং এটা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য । (মুসলিম রেওয়াত করেছেন)

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ ” لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ “

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে ওযু করতে দেখলেন এবং বললেনঃ অপব্যয়ী হইয়োনা, অপব্যয়ী হইয়োনা (পানি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে)

(ইবনেমাজাহ এর রেওয়াত)



৩। অজু ভঙ্গের কারণসমূহ ।

যখন কেউ ওযু করে, তখন সে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা সামনে সালাতে দাঁড়ানোর জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেন । নিম্নলিখিত কাজগুলি আধ্যাত্মিক পবিত্রতার নষ্ট করে দেয় এবং ফলস্বরূপ ওযু পুনরায় করার প্রয়োজন হয় :

- ১। গোপন অংঙ্গ গুলি থেকে কোন কিছু বের হলে, (মূত্র, মল, গ্যাস, বীর্য এবং প্রোস্ট্যাটিক তরল)।
- ২। অবচেতনভাবে ঘুমিয়ে গেলে ।
- ৩। অজ্ঞান হয়ে গেলে
- ৪। গোপানাঙ্গ খালি হাতে স্পর্শ করলে
- ৫। নাপাকি স্পর্শ করা (নাজাসা, দেখুন অধ্যায় ২)
- ৬। রক্তপাত হওয়া (দেখুন অজুর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুচ্ছেদ গ)
- ৭। বমি কম হোক বা বেশী
- ৮। এমন কোন কর্মে লিপ্ত হওয়া যা ইসলামে বেআইনী, যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, নিরর্থক কথা বলা ইত্যাদি ।

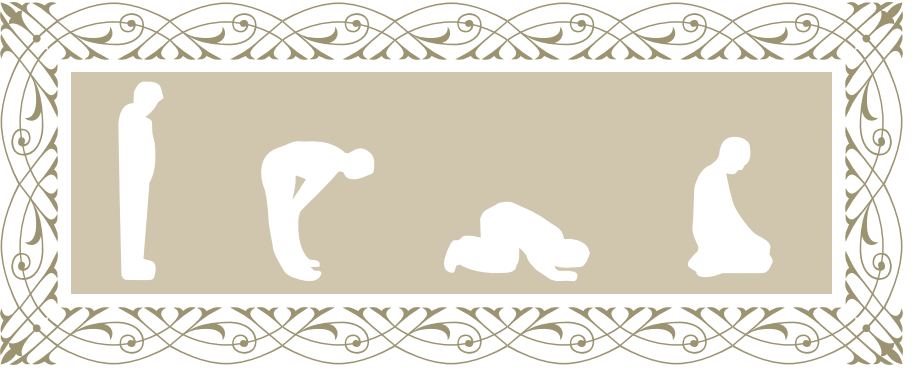


চতুর্থ অধ্যায় - (সালাত)

এই অধ্যায়ে চারটি অংশ রয়েছে: (১) সালাতের প্রকারভেদ, (২) সালাতের সময়, (৩) সালাত কীভাবে সম্পাদন করতে হবে (৪) সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ।

(১) সালাতের প্রকারভেদ,

ইসলামিক উপাসনা (সালাত) নিম্নলিখিত অবস্থার ক্রমবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত



সোজা হয়ে দাঁড়ান, রুকু করা এবং দুই সিজদাহ এর মাধ্যমে একটি চক্র অর্থাৎ ইসলামিক পরিভাষায় একটি রাকাত সম্পন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সলাহ রয়েছে এবং তার প্রতিটিরই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক রাকাত রয়েছে। নিম্নোক্ত ছকে নামাজের নাম ও তাদের রাকাত সংখ্যা দেওয়া রয়েছে।



প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক সলাহ ।

সলাত	রাকাত
১ ভোরের সলাত (ফজর)	২
২ মধ্যাহ্নের সলাত (যোহর)	৪
৩ শেষ বিকেলের সলাত (আছর)	৪
৪ সন্ধ্যার সলাত (মাগরিব)	৩
৫ রাতের সলাত (এশা)	৪
৬ শুক্রবারের (জুম্মার) সলাত	২

ঐচ্ছিক সলাত (সুনান)

সলাত	রাকাত
১ ফজরের আগে	২
২ যোহরের পরে	২
৩ মাগরিবের পরে	২
৪ এশার পরে	২
৫ আল বিতর (এশার পরে)	৩

নোটঃ

- ১। বিতর সলাত এশার সলাতের পর আদায় করতে হয় । কেউ ইচ্ছা করলে ফজরের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময়ে আদায় করতে পারবে । (অর্থাৎ ফজরের সলাতের আজানের পূর্বপর্যন্ত)
- ২। যোহরের সলাতের পরিবর্তে শুক্রবারের (জুম্মার) সলাত আদায় করা হয় । প্রত্যেকটা এলাকার পুরুষের জন্যই এই সলাহ বাধ্যতামূলক । যদি কেউ এ নামাজ আদায় ব্যর্থ হয় তবে সে অবশ্যই জোহর আদায় করবে । মহিলা,মুসাফির এবং অসুস্থদের জন্য এ সলাহে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য নয় অর্থাৎ তারা স্বাভাবিক নিয়মে যোহরের সলাত আদায় করবে ও শুক্রবারের সলাত শুরু হওয়ার পূর্বে ধর্মীয় উপদেশমূলক ভাষণ দেওয়া হয় এরপর দুই রাকাত সলাত আদায় করা হয় । এটা শুধুমাত্র জামায়াতের মাধ্যমেই আদায় হয় । এটা দুই অথবা চার রাকাত ঐচ্ছিক সলাত হিসাবে আদায় করা যায় ।
- ৩। আরও বিভিন্ন প্রকারের সলাত রয়েছে যেমন রমজানের তারাবিহ সলাত,ঈদের সলাত , জানাজার সলাত ইত্যাদি। এই সলাতের বিস্তারিত বিবরণ সলাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যাবে।



(২) সালাতের সময়

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা

ভোরের সালাত (ফজর)	ভোর থেকে সূর্যোদয়ের শুরু পর্যন্ত
মধ্যাহ্নের সালাত (যোহর)	মধ্যাহ্ন শুরুর সময় হতে আসর পর্যন্ত ।
শেষ বিকেলের সালাত (আছর)	যখন কোন বস্তুর ছায়া তার আসল ছায়ার সমান হয়, তখন থেকে সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত ।
সন্ধ্যার সালাত (মাগরিব)	সূর্যাস্তের পরে গোধূলি নিখোঁজ হওয়া অবধি ।
রাতের সালাত (এশা)	গোধূলির আলো মুছে যাওয়া থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত ।

সালাতের সময়সূচী সমস্ত মসজিদে দেওয়া থাকে । এছাড়াও আন্ড্রয়েট অথবা আইওএসএ তে পৃথিবীর সমস্ত দেশের , শহরের সালাতের সময় পাওয়া যায়

নিম্নলিখিত সময়ে নামাজের অনুমতি নেই:

- ১। সূর্যোদয়ের সময়, যখন সূর্য উঠতে শুরু করে যতক্ষণ না এটি দিগন্তের উপরে উঠে যায়।
- ২। সূর্য যখন মধ্যরেখায় থাকে (অর্থাৎ যখন একদম মাথা বরাবর অবস্থান করে, পশ্চিমে হলে না যায়)
- ৩। সূর্যাস্তের সময় (সূর্য ডুবা থেকে শুরু করে দিগন্তে পরিপূর্ণভাবে মিশে যাওয়া পর্যন্ত)

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে সালাত নিষিদ্ধ ।

- ক। ফজরের সালাত আদায় করার পরে, সূর্য পরিপূর্ণ উদয় না হওয়া পর্যন্ত। (জানাজার সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ সালাত ব্যতীত)
- খ। আছরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (জানাজার সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ সলাহ ব্যতীত)



(৩) সালাহ কিভাবে আদায় করতে হবে

অধ্যায় নবমে প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং সুন্নাহ সালাত ধারাবাহিক ভাবে আদায় এর পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। সমস্ত সালাত মক্কার কা'বার দিকে ফিরে আদায় করতে হয়। সাধারণভাবে কাবার দিককে কিবলাহ বলা হয়। যেকোন স্থানে কিবলাহ দেখানো মোবাইল ফোন এপ্লিকেশন আন্ড্রয়েট ও আইওএস এ বিদ্যমান।

(৪) সলাত ভঙ্গ হবার কারণ কারণসমূহ

সালাত ভঙ্গ হবার দুই প্রকারের কারণ আছে। ক) মনযোগ সম্পর্কিত অবস্থা। খ) শরীর সম্পর্কিত

ক। মনোযোগ সম্পর্কিত অবস্থা

১। সলাতের সময় নিয়ত পরিবর্তনা করা। যেমন ফরজ সালাতের সময় নফল সলাতে পরিবর্তন করা।

২। তন্দ্রাচ্ছন্ন হবার কারণে খেয়াল হারিয়ে ফেলা (ঝিমুনি অথবা অজ্ঞান হওয়া)
। এটা ভঙ্গ হবার কারণ হলো মানসিক উপস্থিতি সালাতের পূর্বশর্ত।

৩। অপ্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছাকৃত কোন বিষয় মনে আনা যা সলাহের সাথে সম্পর্কিত নয়।



খ। শারীরিক কারণ সমূহ

ক। নিম্নবর্ণিত কোন একটি অপরিহার্য বিষয় ছুটে যাওয়াঃ

- ১। নিয়ত
- ২। সোজা হয়ে দাঁড়ানো (কিয়াম)
- ৩। তাকবিরাতুল ইহরাম (সলাহ শুরুৰ সময় আল্লাহ্ আকবর বলা)
- ৪। মনোযোগীতা (মানসিক উপস্থিতি)
- ৫। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা
- ৬। মাথা ঝুকানো (রুকু করা)
- ৭। উপবেশন করা (সিজদা করা)
- ৮। বৈঠক করা (তাশাহুদ পাঠ)
- ৯। সালাম দেওয়া (আসলালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে শেষ করা)

খ। সালাতের মধ্যে খাওয়া অথবা পান করা

গ। সালাতের মধ্যে যেকোন কথা বলা

ঘ। সালাতের মধ্যে সেচ্ছায় এবং জোরে হাসা।

ঙ। অনর্থক নড়াচড়া যা সালাতের সাথে সম্পর্কিত না

চ। এমন যেকোন কিছু যাতে অজু ভঙ্গ হয়



অধ্যায় ৫- জামায়াতের সাথে সলাহ আদায়

অধ্যায় ৪ এবং ৯ পড়ার পরে উক্ত অধ্যায় পড়তে হবে

ক। জামায়াতে সলাহ এবং একাকি সলাহ আদায়ের পার্থক্য

- ১। যখন একাকি সলাহ আদায় করবেন, তখন আপনাকে ইকামাহ দিতে হবে (অধ্যায় ৯ এ বর্ণিত হয়েছে)। জামায়াতের সালাতে মুয়াজ্জিন সবার পক্ষ থেকে ইকামাহ পাঠ করবে। (মহিলারা কোন সালাতের ইকামাহ পাঠ করবেনা।)
- ২। যখন একা সালাত আদায় করা হবে তখন সব নিরবে পাঠ করা হবে। কিন্তু যখন জামায়াতে সালাত আদায় করবে তখন ইমাম যা উচ্চস্বরে বলবে তা অনুসরণ করবেন

ক। সালাতের শুরুতে আল্লাহ্ আকবর (আরবিতে তাকবিরাতুল ইহরাম বলা হয়)

খ। প্রথম দুই রাকাতে সুরা আল ফাতিহা পাঠ করা (যোহরে এবং আসরে এর ব্যতিক্রম যা নিরবে পাঠ করা হয়)

গ। প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা পাঠ (যাতে সুরা মিলানো বাধ্যমূলক)

ঘ। রুকুতে, সিজদায়, বৈঠকে এবং দাঁড়ানোর সময় আল্লাহ্ আকবর বলা

ঙ। রুকু থেকে উঠার সময় “ সামিয়া আল্লা হু লিমানহামিদা” বলা উঠা

চ। “ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ “ বলা যখন ইমাম সালাত শেষ করে।

ইমাম যা বলবে তা আপনাকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে তবে “গ” এর ব্যতিক্রম। আপনি সুরাটি পাঠ করবেন না (শুধু শুনতে হবে) এবং “ঙ” তে ইমাম যা বলে তা পুনরাবৃত্তি করবেন না। তবে দাঁড়ানোর পর রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলবেন



গ। যখন একাকি সালাত আদায় করবেন তখন অবশ্যই সূরা ফাতিহা এবং অন্য আরেকটি সূরা পাঠ করতে হবে, সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরাটি নিরবে পাঠ করতে হবে। জামায়াতে যখন সালাত আদায় করবেন তখন সূরা আল ফাতিহা পাঠ করবেন এবং ইমাম যা পাঠ করবেন তা শ্রবণ করবেন।

খ। জামায়াতে সালাতে কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন

যদি আপনি দেরি করে এসে দেখতে পান সালাত শুরু হয়ে গেছে তখন আপনি সালাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এবং ছুটে যাওয়া অংশ পূরা করতে পারবেন যখন ইমাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করবেন। জামায়াতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে নিম্নে দু'টি উদাহরণ উল্লেখিত হলো

উদাহরণ এক

এশার নামাজে আপনি ইমামকে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠরত অবস্থায় পেলেন তখন নিম্নলিখিত নিয়মে জামায়াতে অংশগ্রহণ করবেন।

- ১। তাওদিহ পাঠ করুন
- ২। আল্লাহ আকবর বলা
- ৩। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম পাঠ করা
- ৪। ইমামকে অনুসরণ করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
- ৫। সূরা ফাতিহার পরে ইমাম যা পাঠ করবে তা শ্রবণ করা ।
- ৬। সালাতে শেষ পর্যন্ত ইমামকে অনুসরণ করা ।
- ৭। যখন ইমাম সালাত শেষ করবে তখন আল্লাহ আকবর বলা ব্যতীত দাঁড়িয়ে যেতে হবে।
- ৮। সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করা ।
- ৯। রুকু, সিজদা আদায় করে পুনরায় দাঁড়ানো।
- ১০। এখন আপনি সালাতের একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছেন।
- ১১। আল্লাহ আকবর বলা ব্যতীত বসে পরা।
- ১২। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা



উদাহরণ ২

যোহরের সালাতে যদি ইমামকে প্রথম বৈঠকে পান তবে আপনাকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে সালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

- ১। তাওদিহ বলা
- ২। আল্লহু আকবর বলা
- ৩। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম পাঠ করা
- ৪। বসা এবং শেষ পর্যন্ত ইমামকে অনুসরণ করা।
- ৫। ইমাম যখন সালাত শেষ করবেন তখন আল্লহু আকবর বলা ব্যতীত দাঁড়িয়ে যাওয়া।
- ৬। সুরা ফাতিহা পাঠ করা, রুকু করা, সিজদা করা এবং দাঁড়িয়ে যাওয়া (এটা প্রথম প্রথম রাকাত)
- ৭। সুরা ফাতিহা পাঠ করা, রুকু করা, সিজদা করা এবং বসা (এটা দ্বিতীয় রাকাত)
- ৮। এখন আপনি সালাতে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছেন।
- ৯। যখন আপনি সালাতে অংশগ্রহণে প্রথম বৈঠক পান তখন আসসালামু আলাইকুম বলে সালাত শেষ করবেন। যদি প্রথম তাশাহুদ না পান তখন এটা পাঠ করবেন।

আপনি যেকোন সময়ে জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ছুটে যাওয়া সালাত পরিপূর্ণ করতে পারবেন যা উদাহরণে বর্ণিত হয়েছে। নিয়ম হচ্ছে সালাতের শেষ পর্যন্ত যাওয়া। এবং ছুটে যাওয়া অংশটুকু আদায় করা।



জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের হাদিস

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى
الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে এশার সালাত আদায় করলো সে যেনো অর্ধ রাত্রী সালাতে অধিবাহিত করলো, আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করলো সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাহ আদায় করলো।”

মুসলিম এবং তিরমিজীর রেওয়াত

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ »

উসমান বিন আফফান রাদিঃ থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাতে জন্য উত্তম রূপে অজু করবে এবং ফরজ সালাতে উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকদের সাথে সালাত আদায় করবে কিংবা জামায়াতের সাথে অথবা মসজিদে সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।”

নাসাঈ এর রেওয়াত



অধ্যায় ৬- নারী সম্পর্কিত বিষয়াদি

পুরুষ এবং নারীদের সাধারণ ব্যাপার যা পবিত্রতা (তাহারা) এবং সালাত সম্পর্কিত তা উক্ত বই এর বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে নারী সম্পর্কিত নিম্নে বর্ণিত হচ্ছেঃ

- ১। নারীরা তাদের মাসিক চলাকালীন অবস্থায় এবং প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাবের সময় সালাত (রোজা) আদায় করবে না
- ২। মহিলাদের যখন মাসিক বন্ধ হয় এবং প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব বন্ধ হয় তখন দেবী না করে শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মে গোসল করবে এবং তাহারা অর্জন করবে। যদিও এ লক্ষণ গুলো অভ্যাসগত মাসিকের লক্ষণ এবং প্রসব পরবর্তী লক্ষণের আগেই শুরু হয়ে যায়।
- ৩। যখন কোন মহিলা পবিত্র (তাহারাত অর্জন) হবেন ,তখন সে তার মাসিক চলাকালীন অথবা প্রসবপরবর্তী রক্তস্রাবকালীন সময়ে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করা প্রয়োজন নেই।
- ৪। তিন থেকে দশ দিনের মধ্যে রক্তস্রাবের সময়টুকু মাসিকের মধ্যেই গণ্য হবে। যদি তিন দিনের কমে রক্ত ঝরে তবে সেটা মাসিক বলে গণ্য হবেনা। তখন তার উচিত শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মে গোসল করে সালাত শুরু করা। তদপুরি তাকে ছুটে যাওয়া সলাহ আদায় করতে হবে।
- ৫। প্রত্যেক মহিলার মাসিকের সময় গুলো স্বতন্ত্র। মাসিকের প্রথম দিনের ঘন্টা থেকে গণনা শুরু করতে হবে পরবর্তী দিনের ঘন্টা পর্যন্ত উদাহরণ স্বরূপ যদি সকাল ৯টায় মাসিক শুরু হয় তবে পরবর্তী দিন সকাল ৯টায় মাসিকের একদিন ধরাহবে।
- ৬। যখন কেউ মাসিক শেষ হবার লক্ষণ দেখবে তখন তার শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মে গোসল করা উচিত এবং সালাত শুরু করা উচিত। শুকিয়ে যাওয়া অথবা সাদা স্রাব নির্গত হওয়া



- ৭। যদি দশ দিনের বেশী মাসিক হয় অথবা চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব চলে তাহলে সেই মহিলারা শরীয়াহ নির্ধারিত নিয়মে গোসল করবে এবং সালাত পুনরায় আদায় করবে ।
- ৮। যদি কোন মহিলার নিয়মিত নিয়মে মাসিক চলে তখন তার নিয়মিত মাসিকের বাহিরে দুই দিন (৪৮ ঘন্টা) অপেক্ষা করবে। যদি দেখে নিয়মিত মাসিকের বাহিরে রক্তপাত হচ্ছে তখন ১দিন (২৪ ঘন্টা) অপেক্ষা করবে। যদি রক্তপাত হতেই থাকে শরীয়াহ নির্ধারিত গোসল উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন মহিলা ৬ দিন নিয়মিত মাসিক হয় তখন সে অষ্টম দিনের শেষে শরীয়াহ নির্ধারিত নিয়মে গোসল করে নিবে, অথবা সপ্তম দিনের শেষে গোসল করে নিবে। যাদের অনিয়মিত মাসিক এবং যাদের ১০ দিনের হিসাব ধরবে (পয়েন্ট ৭দেখুন)
- ৯। মাসিক শুরু হওয়ার আগের রক্তস্রাবকে মাসিক হিসাবে ধরা হবেনা
- ১০। মাসিক বন্ধ হওয়ার পরবর্তী ২৪ ঘন্টা যদি কেউ রক্তপাত দেখে তবে তা মাসিক হিসাবে ধর্তব্য হবে। পরবর্তী ২৪ঘন্টার মধ্যে মাসিক শেষ হবার লক্ষণ দেখতে পায় তবে শরীয়ত নির্ধারিত গোসল করে নিবে ।
- ১১। নাবালিগার রক্তক্ষরণ (চন্দ্রপুঞ্জিকা হিসাবে ৯ বছরের ছোট এবং সৌর পুঞ্জিকায় সাড়ে ৮ বছরের ছোট) এবং যে মহিলার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে, তার রক্তক্ষরণ মাসিক হিসাবে ধর্তব্য হবেনা। এসব মহিলাদের শরীয়াহ নির্ধারিত পন্থায় গোসলের প্রয়োজন নেই। এবং তারা সালাত আদায় করবেন।
- ১২। মাসিক অথবা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার সময় শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় গোসল করবে তখন মহিলার অবশ্যই তাদের খোপা খুলে নেবে যাতে পরিপূর্ণভাবে ধোয়া হয়। যাইহোক মহিলাদের শারীরিক মিলনের পর তাদের খোপা খোলার দরকার নেই । বিনুনির ভিতরে মাথার তালুতে নিশ্চিতভাবে পানি পৌঁছাতে হবে।
- ১৩। মহিলারা মসজিদে জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে । যাইহোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, মহিলাদের জন্য গৃহে সলাহ আদায় সর্বোত্তম। একজন মহিলা যদি তারপরেও মসজিদে যেতে চায় তবে তাকে যথোচিত পোশাক পরিধান করতে হবে এবং সমস্ত রকমের অলংকারবিহীন হতে হবে।



অধ্যায় ৭- ইসলামিক আইনের বিভিন্ন মতধারায় সালাতের পার্থক্য-

ইসলামী আইন অনুশীলন এবং ইবাদাতের ধরণ কুরআন এবং শেষ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা থেকে নেওয়া হয়েছে। ইসলামী আইনের মতধারায় বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। এ সমস্ত মতপার্থ্যকের ধারাকে মাজহাব বলা হয় যা মূলত মৌলিক আইন এবং ইসলামী অনুশাসন এবং ইবাদাতের পার্থক্য করেনা। মূলত নির্দিষ্ট কিছু আয়াত এবং হাদিসের বর্ণনার মধ্যে কিছু মতপার্থক্য আছে।

সারা বিশ্বে মুসলমানরা কিছু নির্দিষ্ট পন্থায় সালাত আদায় করে, এবং সালাতের মৌলিক অনুশাসনকে মেনে চলে। যাইহোক, উপরিউক্ত কারণ গুলোর কারণে সালাতের সময় এবং নিয়মের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। নিম্নের উদাহরণে কিছু মতপার্থক্য দেখানো হলোঃ

- ১। অজুর সময় বিসমিল্লাহ বলা
- ২। সালাত শুরুতে দুই হাত উঠিয়ে যে তাকবীর দেওয়া হয় (তাকবীরতুল ইহরাম) এবং রুকুর আগে এবং পরে।
- ৩। তাকবীরতুল ইহরামের আগে এবং পরে তাওদী বলা।
- ৪। যখন সালাতে দাড়ায় তখন হাত, বুক বরাবর আড়াআড়ি ভাজ করে হাত বাধা।
- ৫। যোহর এবং আসর সালাতে সুরা ফাতিহার প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা মিলানো বা তিলওয়াত করা ।
- ৬। সালাত মধ্যে দোয়া করা
- ৭। ইমাম সুরা ফাতিহা পড়ার পর আমিন বলা।



সালাতের এসব বিভিন্নতা সালাতের প্রয়োজনীয়তা এবং শর্তসমূহকে বাতিল করেনা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেন আল্লাহর আদেশের প্রতি অনুগত হয়ে আমরা আমাদের প্রতিদিনের সালাহ আদায় করি এবং সচেতন থাকি। আমাদের সমাজে ইসলামী আইনের মত বিরোধের ধারাকে প্রয়োগ করা সুবুদ্ধিপূর্ণ কাজ যা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্ভরযোগ্য সুত্র গুলো মেনে চলা হয়

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

পূর্ব পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু পূণ্য আছে আল্লাহ, আখিরাত, ও ফেরেশতাগন এবং কিতাবসমূহে এবং নবীদের উপর ঈমান আনলে। আর আল্লাহ প্রীতিতে আত্মীয় স্বজন, অনাথ অভাবগ্রস্থ, মুসাফির যে সাহায্য কামনা করছে, এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কয়েম করলে, যাকাত আদায় করলে, ওয়াদা করলে তা অর্থ সংকটে পূর্ণ করলে, দুঃখ, ক্লেশে, ও সংগ্রামে, সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে এরাই তারা যারা সত্য পরায়ন মুত্তাকি। (কুরআন ২:১৭৭)



অধ্যায় ৮ – বিবিধ সমস্যা এবং শিষ্টাচার

নিম্নের বনিত কাজ, আদব এবংবিষয়গুলোসলাত সম্পর্কিত

সলাতের পূর্বপ্রস্তুতি

টয়লেটে গিয়ে নিজেকে হালকা করা এবংসমস্ত প্রয়োজন সমদ্রবন করা যাতে সলাত আদায় করার সময় সম্পূর্ণভাবে চাপমুক্ত ভাবে থাকা যায়। এটা আপনাকে সলাতে সতর্কতা এবং একাগ্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। সলাতের একটা মূল চাবিকাঠি হলো নম্রতা ,বিনয়, আগ্রহ যার ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ সুবহান্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ *

বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছেন যারা তাদের সলাতে বিনয়ী ও নম্র। (কুরআন ২৩:১-২)

পোশাক পরিচ্ছেদ অধ্যায়

সলাত আদায় করার সময় আল্লাহ সুবহান্লাহ তা-আলা আমাদের ভালোভাবে পোশাক পরিধান করতে আদেশ করেছেন

﴿يَبۡتَغِي ۤءَادِمَ خُدُوۡا زِيۡتَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ﴾

হে আদমের বংশধরগণ প্রত্যেক সলাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (কুরআন ৭:৩১)

এমন পোশাক পরা উচিত যাতে শরীরের (সতর) সমস্ত গোপনীয় অংশ ঢাকা যায়, পুরুষদের জন্য নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত সতর। প্রত্যেকের উচিত শালীন এবং যথোচিত পোশাক পরিধান করা। মহিলাদের জন্য সমস্ত শরীর যথাযথ ভাবে ঢাকা মূখ এবং হাত ব্যতিরেকে। এবং আটোসাটো এবং পাতলা পোশাক পুরুষ বা নারী কারও জন্যই উপযুক্ত নয়। অধিকন্তু পুরুষের জন্য স্বর্ণ এবং রেশমি কাপড় পরিধানের অনুমতি নেই।



জামায়াতের সালাত আদায়।

পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অবশ্যই জামায়াতের সাথে আদায় করা উচিত। জামায়াতের সালাত আদায় করতে বিরত রাখার মত কোন কারণ পাওয়া যায় যেমন অসুস্থতা, আবহাওয়ার চরম দূরবস্থা, নিরাপত্তাজনিত ভীতি, এবং অন্যান্য। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জামায়াতের সাথে সালাত, একাকী সালাত হতে ২৭ গুণ বেশী মর্তবা রাখে।^৬

নারীদের জন্য জামায়াতে সালাত আদায় বাধ্যতামূলক নয়।

ঐচ্ছিক সালাত (সুন্নাহ একবচন, সুন্নান বহুবচন)

ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ছাড়াও ঐচ্ছিক সালাত (নফল) এবং সেচ্ছায় সালাত আরও আদায় করা যায় এবং আল্লহর নৈকট্য হাসিল হয়। যা ইতিমধ্যে অধ্যায় ৪ এ আলোচিত হয়েছে। নিম্নবর্ণিত সালাত গুলো অতিরিক্ত ঐচ্ছিক সালাত।

- ▶ মসজিদে প্রবেশকালে দুই রাকাত সালাত আদায় করা যায়, যা তাহিয়াতুল মসজিদ, বা মসজিদের অভিবাধন স্বরূপ সালাত।
- ▶ সূর্য উদয়ের পরে দুই অথবা চার রাকাত সালাত আদায় করা হয় , একে দুহার সালাত বলে।
- ▶ এশার আগে দু অথবা চার রাকাত সালাত আদায় করা যায়।
- ▶ দুই বা তার অধিক গভীর রাতের সালাত (একে কিয়ামুল লাইল বলা হয়)

ঐচ্ছিক সালাত দুই রাকাতের নিয়মে আদায় করতে হয়, এটা মসজিদ বা বাসায়, বা যেকোন জায়গায় আদায় করা যায়। যাই হোক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐচ্ছিক (নফল) সালাত বাসায় আদায় করতে বলছেন।

^৬ হাদিস রেওয়াত করেছেন বুখারী ,ইবনে মাজাহ, এবং অন্যান্য



সফরকালীন সালাত

যখন আপনি রমন বা সফরে থাকবেন তখন আপনি যোহর , আসর এবং এশার চার রাকাত সালাতকে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করা আপনার জন্য আবশ্যিক। ফজর এবং মাগরিব একই রকম থাকবে। আপনাকে যোহর আছর এবং এশার প্রথম দুই রাকাত আদায় করতে হবে এবং সম্পূর্ণ তাহিয়াত পড়তে হবে।

আপনি সংক্ষিপ্ত কসর যোহর, এবং আছরকে মিলিয়ে পরপর যোহর মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতে পারবেন। এবং মাগরিবের পূর্বক্ষণে এবং (বি) মাগরিব এবং সংক্ষিপ্ত এশা মিলিয়ে আদায় করতে পারবেন রাতের যেকোন সময়ে। যখন সালাত মিলিয়ে আদায় করবেন তখন সুন্নাহ আদায় করতে হবেনা কিন্তু বিতর আদায় করতে হবে।

যখন আপনি ভ্রমনে থাকবেন তখন জুম্মার সালাত আদায় বাধ্যতামূলক নয়। (তখন যোহর আদায় করবেন)

অসুস্থের সালাত

নিম্নের সুবিধাগুলো অসুস্থের উপর প্রযোজ্য তবে এটা অসুস্থতার মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

- ১। মুসাফিরের ন্যায় সংক্ষিপ্ত এবং মিলিয়ে পড়তে পারবে
- ২। তায়ামুম করতে পারবে যদি অজুতে পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়।
- ৩। বসে বসে বা শুয়ে আদায় করতে পারবে। যদি রুকু সিজদায় অক্ষম হয় তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে আদায় করতে পারবে
- ৪। কেউ যদি উপরোক্ত কাজগুলো করতে অক্ষম হয় তবে চোখের ইশারায় আদায় করতে পারবে।
- ৫। যদি উপরের কোনটি করতে সক্ষম না হয় তবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের জন্য পাঁচ বার তাকবির (আল্লাহু আকবর বলা উচিত)
- ৬। অসুস্থতায় যদি উপরের কোনটি সম্ভব না হয়, তাহলে অসুস্থ ব্যক্তি সালাত আদায়ে বাধ্য নয়। যেমন আল্লাহ আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না।



ছুটে যাওয়া (কাজ) সালাত

একজন মুসলিমের তার সালাতের প্রতি সতর্ক থাকা আবশ্যিক। কুরআনে আল্লাহ পাক অসতকেদ সালাত আদায়কারীকে সতর্ক করছেন।

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“দুর্ভোগ সেই সব সালাত আদায়কারীদের, যারা সালাত সমন্ধে উদাসীন”
(কুরআন ১০৭:৪-৫)

যাই হউক কারো যদি ভুলবশত বা ঘুমের কারণে তার ফরজ সালাত ছুটে যায় যখনই তার স্মরণ হবে বা ঘুম থেকে উঠবে তখনই সে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের ভুলে যাওয়া অংশ

যখন আপনি সলাহের কোন অংশ ভুলে যান (সালাত সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবার কারণ যা অধ্যায় ৪ এর ৪ খ তে বর্ণিত হয়েছে) এ ভুলে যাওয়ার কারণে সালাত শেষ করে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বনার পরে দুইটা সিজদা (সিজদায় সাহু দিতে হবে)



সালাত পরবর্তী দোয়া সমূহ

যখন আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেষ করবেন তখন আপনাকে কিছু দোয়া আল্লাহর নিকট পাঠ করতে হবে।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 3 x

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُوعَنَّا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

- ▶ আঙ্গাফিরল্লাহ তিনবার
- ▶ আল্লাহুমা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকটা ইয়া জাল জ্জালালি ওয়াল ইকরাম
- ▶ আল্লাহুমা আইন্নি আলাজিকরিকা ওয়া আলা শুকরিকা ওয়া আলা হুসনি ইবাদাতিক
- ▶ আল্লাহুমা ইল্লাকা আফুউন কারীম, তুহিব্বুল আফুওয়া ফাফুউ আন্না।
- ▶ আল্লাহুমা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাযিয়দিনা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়িয়দিনা মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা ওয়া সাল্লাম তা ওয়া ও বারকতা আলা সাযিয়দিনা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি সাযিয়দিনা ইব্রাহীম ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ
- ▶ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
- ▶ হে আল্লাহ আপনি শান্তি দিতে পারেন শান্তি আপনার নিকট থেকে আসে। হে আল্লাহ আপনি বড়ই বরকতময়। হে মহামহিম ও সম্মানিত।
- ▶ হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে আপনার জিকির শোকর এবং ইবাদাত উত্তমরূপে করার ব্যাপারে সাহায্য করুন।
- ▶ হে আল্লাহ ! আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।
- ▶ হে আল্লাহ তুমি আমাদের সর্দার মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবারের উপর শান্তি এবং বরকত নাজিল করুন। যেমন আপনি আমাদের সর্দার ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় এবং মহিমান্বিত।



আপনি আরও অন্যান্য দোয়া আরবিতে বা নিজ ভাষাতে করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে অনেক দোয়া আছে যা সালাতেরে পরে বা অন্য সময়ে আপনি পাঠ করতে পারেন, নিম্নে একটা উদাহরণ যা কুরআনের ২য় অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ، عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রব্বানা লা তু আখিঝ না ইন্না সিনা আও আখতনা রব্বানা অলা তাহমিল আলাইনা
ইসরা কামা হামালতাহ্ আল্লাযিনা মিন কবলিনা রব্বানা ওয়ালা তু হাম মিল না
মালা ত কতা লানা বি ওয়াফু আন না ওয়াগফিরলানা ওরহামনা আনতা মাওলানা
ফানছুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন

হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই, বা ভুল করি। তবে আপনি আমাদের অপরাধী করবেন না। হে আমাদের রব, পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমার উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী করুন।



অধ্যায় ৯ সলাহ আদায়ের ধারাবাহিক পদ্ধতি

নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলোতে সলাহ আদায়ের পদ্ধতি বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলোঃ প্রতিটি সলাতে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক রাকাত আছে যা নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে। ধাপ ১ থেকে ধাপ ৮ একটি রাকাতকে পরিপূর্ণ করে।

সলাহ	রাকাত	ধাপ
ফজর	২	১-১৬
যোহর	৪	১-১৪, ২-১৬
আছর	৪	১-১৪, ২-১৬
মাগরিব	৩	১-১৪, ৮-১৬
এশা	৪	১-১৪, ২-১৬
জুম্মার সালাত	২	১-১৬
সুন্নাহ	২	১-১৬
বিতর	৩	১-১৪, ৮-১৬

যখন আপনি জামায়াতে সলাহ আদায় করবেন এর কিছু ব্যতিক্রম হবে, অধ্যায় ৫ম দেখুন।

সলাহ আদায়ের পদ্ধতি

ধাপ ১: নারীদের কোন সালাতেই ইকামাহ নেই, অথবা পুরুষদের জন্য যখন জামায়াত হয়।

ফজর সালাতঃ ২ রাকাত, ১-১৬ এবং নিম্নে বিনত নিয়মগুলো খেয়াল রাখতে হবে।

ধাপ ২: যখন আপনি একা সালাত আদায় করছেন, তখন ছোট আরেকটি সুরা (যেমন সুরা আন-নাস, আল ইখলাস, অথবা আল আসর) পাঠ করতে হবে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পরে।

ধাপ ৮: যখন আপনি একা সালাত আদায় করছেন, তখন ছোট আরেকটি সুরা (যেমন সুরা আন-নাস, আল ইখলাস, অথবা আল আসর) পাঠ করতে হবে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পরে।

ধাপ ১৪: তাশাহুদ এ এবং বি পাঠ করতে হবে এবং ধাপ ১৫ এবং ধাপ ১৬ অনুশীলন করতে হবে।



যোহর এবং আসরের সলাহ (প্রতিটি ৪ রাকাত করে, ধাপ ১-১৪, ধাপ ২-১৬, এবং নিম্ন লিখিত বিষয় গুলো অনুসরণ করতে হবে।

ধাপ ১৪; তাহিয়া তাশাহুদ এ পাঠ করা এবং দাঁড়িয়ে আল্লহু আকবর বলা, এবং ২ থেকে ১৬ নং ধাপে অগ্রসর হওয়া। যখন আপনি ১৪তম ধাপে উপনীত হবেন তখন দ্বিতীয়বার তাশাহুদ এ এবং বি পাঠ করতে হবে এবং ১৫ থেকে ১৬ ধাপে আগাতে হবে।

মাগরিবের সলাহ (৩রাকাত, ধাপ ১-১৪, ৮-১৬ এবং নিম্নবর্ণিত ব্যাপার গুলো লক্ষ রাখুন।

ধাপ ২; যখন আপনি একা সলাহ আদায় করছেন, তখন ছোট আরেকটি সুরা (যেমন সুরা আন-নাস, আল ইখলাস, অথবা আল আসর) পাঠ করতে হবে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পরে।

ধাপ ৮; যখন আপনি একা সলাহ আদায় করছেন, তখন ছোট আরেকটি সুরা (যেমন সুরা আন-নাস, আল ইখলাস, অথবা আল আসর) পাঠ করতে হবে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পরে।

ধাপ ১৪; তাহিয়া তাশাহুদ এ পাঠ করা এবং দাঁড়িয়ে আল্লহু আকবর বলা, এবং ৮ থেকে ১৬ নং ধাপে অগ্রসর হওয়া, ধাপ ৮ এ এখন শুধু সুরা আল ফাতিহা পাঠ করা। যখন আপনি ১৪তম ধাপে উপনীত হবেন তখন দ্বিতীয়বার তাশাহুদ এ এবং বি পাঠ করতে হবে এবং ১৫ থেকে ১৬ ধাপে আগাতে হবে।

এশার সলাহ (৪ রাকাত, ধাপ ১-১৪, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষ রাখা)

ধাপ ২; যখন আপনি একা সলাহ আদায় করছেন, তখন ছোট আরেকটি সুরা (যেমন সুরা আন-নাস, আল ইখলাস, অথবা আল আসর) পাঠ করতে হবে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পরে।

ধাপ ৮; যখন আপনি একা সলাহ আদায় করছেন, তখন ছোট আরেকটি সুরা (যেমন সুরা আন-নাস, আল ইখলাস, অথবা আল আসর) পাঠ করতে হবে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পরে।

ধাপ ১৪; তাহিয়া তাশাহুদ এ পাঠ করা এবং দাঁড়িয়ে আল্লহু আকবর বলা, এবং ২ থেকে ১৬ নং ধাপে অগ্রসর হওয়া। যখন আপনি ১৪তম ধাপে উপনীত হবেন তখন দ্বিতীয়বার তাশাহুদ এ এবং বি পাঠ করতে হবে এবং ১৫ থেকে ১৬ ধাপে আগাতে হবে।

শুক্রেবার জুম্মার সলাহ এবং সুন্নাহ সলাহ ফজর সলাহের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। বিতর সলাহ মাগরিব সলাহের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। শুধু ২য় বার যখন আপনি ধাপ ৮ এ থাকবেন তখন আপনাকে সুরা ফাতিহার পরে আরেকটি ছোট সুরা পাঠ করতে হবে।



১

প্রস্তুতি (ইস্তেদাদ)

ইকামাত পাঠ করা *

ইকামাত পাঠ করা *

সশব্দে আল্লাহ্ আকবর (আল্লাহ
মহান) বলা

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির
রাখিম পাঠ করা (মহান আল্লাহর
কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে
আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

২

সোজা হয়ে দাঁড়ানো
(কিয়াম করা)

“سورة الفاتحة” পাঠ করা

সুরা আল ফাতিহা তিলওয়াত করা*



৩

মাথা বুকানো

(রুকু করা)

3x “سبحان ربي العظيم” বলা
সুবহানা রব্বিয়াল আজিম তিনবার
বলা (আমি মহান রবের পাক
পবিত্রতা ঘোষণা করছি)



রুকু থেকে উঠার সময়
আল্লাহ্ আকবর বলা

৪

দাঁড়িয়ে কিয়াম করা

“ربنا ولك الحمد” বলা

“রাব্বনা ওয়া লাকাল হামদ “ বলা
। অর্থ ; হে আমাদের রব ! আমরা
আপনারই প্রশংসা করি)



উঠে দাঁড়ানোর সময়ের
সামিইয়াল্লাহ্ লিমান হামিদা বলা।

* পরবর্তী পৃষ্ঠা



৫

সিজদা করা
x3 “سبحان ربي الأعلى” বলা
সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা তিন
বার পাঠ করা
(আমি মহান রবের প্রভুত্ব
ঘোষণা করছি)



আল্লাহ আকবর বলে
সিজদায় যাওয়া

৬

উপবিষ্ট হওয়া
(জুলুস বা বৈঠক করা)
এ আসন গ্রহণ অবস্থায় তিন
থেকে চার সেকেন্ড স্থির থাকা



উপবিষ্ট হওয়া (বৈঠক করার সময়)
আল্লাহ আকবর বলা

৭

সিজদা করা
x3 “سبحان ربي الأعلى” বলা
সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা তিন
বার পাঠ করা
(আমি মহান রবের প্রভুত্ব
ঘোষণা করছি)



আল্লাহ আকবর বলে
সিজদায় যাওয়া

৮

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে
কিয়াম করা
“سورة الفاتحة” পাঠ করা
সূরা আল ফাতিহা পাঠ করা*



দাঁড়ানোর সময় আল্লাহ
আকবর বলা



৯

মাথা ঝুকানো

(রুকু করা)

3x “سبحان ربي العظيم” বলা
সুবহানা রুকিয়াল আজিম তিনবার
বলা (আমি মহান রবের পাক
পবিত্রতা ঘোষণা করছি)



রুকু থেকে উঠার সময়
আল্লাহ্ আকবর বলা

১০

দাঁড়িয়ে কিয়াম করা

“ربنا ولك الحمد” বলা

“রাব্বনা ওয়া লাকাল হামদ “ বলা
। অর্থ ; হে আমাদের রব ! আমরা
আপনারই প্রশংসা করি)



উঠে দাঁড়ানোর সময়ের
সামিহায়াল্লাহ্ লিমান হামিদা বলা।

১১

সিজদা করা

x3 “سبحان ربي الأعلى” বলা
সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা তিন
বার পাঠ করা
(আমি মহান রবের প্রভুত্ব
ঘোষণা করছি)



আল্লাহ্ আকবর বলে
সিজদায় যাওয়া

১২

উপবিষ্ট হওয়া

(জুলুস বা বৈঠক করা)

এ আসন গ্রহণ অবস্থায় তিন থেকে চার
সেকেন্ড স্থির থাকা



উপবিষ্ট হওয়া (বৈঠক করার সময়)
আল্লাহ্ আকবর বলা



১৩

সিজদা করা
x3 “سبحان ربي الأعلى” বলা
সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা তিন
বার পাঠ করা
(আমি মহান রবের প্রভুত্ব
ঘোষণা করছি)



আল্লাহ আকবর বলে
সিজদায় যাওয়া

১৪

উপবিষ্ট হওয়া
(বৈঠক করা)
তাহিয়াত বা তাশাহুদ পাঠ করা *



আল্লাহ আকবর বলে
বৈঠক করা

১৫

সালাম
ডান দিকে মুখ ফিরাণো
“السلام عليكم” বলা
আসসালামু আলাইকুম বলা
(আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক)



১৬

সালাম
বাম দিকে সালাম দেওয়া
“رحمة الله” বলা
ওয়া রহমতুল্লাহ বলা
(আল্লহর রহমতের সাথে)



ইকামাত

الله أكبر (৪ مرات)
أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)
أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين)
حي على الصلاة (مرتين)
حي على الفلاح (مرتين)
قد قامت الصلاة (مرتين)
الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله

আল্লাহু আকবর (দুই বার)
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
(দুইবার বলা)

আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান রসুলুল্লাহ
বলা (দুই বার বলা)
হাইয়্যা আলাস সালাহ (দুই বার বলা)
হাইয়্যা আলাল ফালাহ (দুই বার বলা)
কদ কামাতিস সলাহ (দুই বার বলা)
আল্লাহু আকবর আল্লা আকবর, লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আল্লাহ মহান (চার বার)
আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর
কেউ ইবাদাতের যোগ্য নেই (দুই বার)
আমি এও সাক্ষী দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ
আল্লাহর রাসুল (দুই বার)
প্রার্থনার জন্য এসো (দুই বার)
দাসত্বের জন্য এসো (দুই বার)
প্রার্থনা শুরু হয়েছে (দুই বার)
আল্লাহ মহান (দুইবার)
আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য
নেই

প্রারম্ভিকা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى
جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ، لِلدَّي
فَقَطَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، خَتِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

সুবহানা কাল্লাহ হুমা ওয়া বিহামদিকা,
ওয়া তাবারা কাসমুকা, ওয়া তা'আলা
যাদুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক।
ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি
ফাতারা সসামাওয়াতি ওয়াল আরদ
হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল
মুশরিকীন।

মহান আল্লাহর স্তুতি এবং প্রশংসা করছি।
আপনার নামেই প্রশংসা করছি, আপনি
পরম মহিমান্বিত। আপনি ছাড়া আর
কেউ ইবাদাতের যোগ্য না। আমি তার
দিকেই মুখ ফিরাই যে জানাত এবং
জাহান্নামের স্রষ্টা। মিথ্যা পরাস্ত হয়েছে
এবং সত্য পরাস্ত হয়েছে এবং আমি
মুশরিকদের মধ্যে নই।



তাহিয়্যাত (একাগ্রভাবে বন্দনা করা)

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আতাহিয়্যাতু ল মুবারাকাতেহু ওয়াস
সলাওয়াতু ওয়া তাহিয়্যিবাত।
আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান
নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া
বারাকাতেহু। আসসালামু ওয়া
আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস
সলিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আল্লা
মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

সমস্ত স্তুতি , প্রার্থনা এবং নেক কাজ
একমাত্র আল্লাহ। আপনার উপর শান্তি
বর্ষিত হউক। হে নবী, আপনার উপর
শান্তি বর্ষিত হউক এবং নেক বান্দাদের
উপরেও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া
আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি
আরও সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর
বান্দা এবং রাসুল।

তাহিয়্যাত

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ . رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মাদিউ
ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা
সল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া
আলা আলি ইব্রাহিম , ইল্লাকা
হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুমা বারিক
আলা মুহাম্মাদিউ ওয়ালা আলি
মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা
ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম
ইল্লাকা হামিদুম মাজিদ। রব্বানা
আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসিনাতাও
ওফিল আখিরাতে হাসিনাও ওকিনা
আজাবান্নার।

হে আল্লাহ ! আপনি শান্তি বর্ষন করুন মুহাম্মাদ
সেল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উনার
বংশধরদের উপর যেমন আপনি যেমন শান্তি
বর্ষণ করেছেন ইব্রাহিম আঃ এর উপর এবং
উনার বংশধরদের উপর। হে আল্লাহ! আপনি
বারাকাত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ (সেল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর এবং উনার
পরিবারের উপর যেমন আপনি বারাকাত বর্ষন
করেছেন ইব্রাহিম আঃ এবং উনারা বংশধরদের
উপর। হে রব! আপনি আমাকে দুনিয়াতে
কল্যাণ দান করুন, এবং আখিরাতেও কল্যাণ
দান করুন এবং আমাকে জাহান্নামের শান্তি
থেকে মুক্তি দান করুন।



সূরা আল ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمَسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলা আমীন।
আর রহমানির রহিম। মালিকিয়াও
মিন্দীন। ইয়্যাকানা বুদ্ধু ওয়া
ইয়্যাকানাসতায়িন। ইহদিনাস সিরতল
মুস্তাকীম। সিরতলজ্জিনা আন আমতা
আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম
ওয়ালদল্লিয়ীন।

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর
নামে শুরু করছি।

(১) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর,
যিনি এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। (২) পরম
দয়ালু এবং করুণাময়। (৩) বিচার
দিবসের মালিক। (৪) আপনারই
ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই
সাহায্য চাই। (৫) আমাদের সরল
সিরাস্তল মুস্তাকিমের পথ দেখান। (৬)
তাদের পথে যাদের প্রতি নিয়ামত পুরা
করেছে, তাদের ব্যতীত যাদের উপর
গজব পতিত হয়েছে এবং তাদেরও নয়
যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (৭)

সূরা আন না'স

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ * مِنَ الْخَيْبَةِ وَالنَّالِسِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
ক্বুল আউজুবি রাব্বিন নাস।
মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস।
মিনসাররিল ওয়াস ওয়া-সিল
খন্নাস। আল্লাযি ইউ ওয়াস ওয়িসু
ফিসুদুরি ন্নাস, মিনাল জিন্নাত
ওয়ান্নাস।

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর
নামে শুরু করছি।

তুমি বোলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের
প্রভুর কাছে। মানুষের মালিকের
। মানুষের উপাস্যের। গোপনে
আনাগোনাকারীর কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে
। যে মানুষের বুকের ভিতর কুমন্ত্রণা
দেয়। জিনের অথবা মানুষের মধ্য হতে।



সূরা আল ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ক্বুলহ্ ওয়াল্লাহ্ আহাদ। আল্লাহুস
সমাদ। লাম ইয়ালিদ। ওয়ালাম
ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহ্
কুফুওয়ান আহাদ।

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর
নামে শুরু করছি।

তুমি বলো, তিনি আল্লাহ একক- অদ্বিতীয়
। আল্লাহ পরম নির্ভরস্থল। তিনি জন্ম
দেন না, এবং জন্ম নেনও না। এবং
কেউ তার সমতুল্য হতে পারেনা।

সূরা আল আসর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ خَصِرٌ * إِلَّا الْآئِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ওয়াস আছর, ইন্নাল ইন্থানা লা
ফিল খুসর। ইল্লাল্লাজিনা আমানু
ওয়া আমিলুস সলিহাতি ওয়াতা
ওয়া সউবিল হাক্ক ওয়াতাওয়া
সউবিস সবর।

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর
নামে শুরু করছি।

শপথ বিকেলবেলার। নিঃসন্দেহে
মানুষ নিশ্চিত ক্ষতিতে নিপতীত
হয়েছে। তারা ব্যতীত যারা ঈমান
এনেছে,নেক কাজ করেছে এবং
সবর করেছে।



হাদিসের আলোকে সলাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَهْرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ » .

হজরত আবু হুরায়রা রাদিঃ থেকে বর্ণিত

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ অযু করে এবং তা ভালভাবে সম্পাদন করে, তখন সে নামায ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হয় এবং নামায ব্যতীত অন্য কিছু চায় না, সে যদি অন্যকিছু নাও করে তবুও আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তিনি মসজিদে প্রবেশ না হওয়া অবধি তার একটি পাপ মুছে ফেলে। তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন তিনি নামাযের অবস্থায় থাকেন যতক্ষণ তিনি নামাজের অপেক্ষায় থাকেন। ‘

সূত্র ইবনে মাজাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ » .

হয়রত আবু হুরায়রা রাদিঃ থেকে বিনত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বর্ণনা করেন পিবতর্ রমজান মাসের রোজার পর সবেচেয় উত্তম রোযা হল আল্লাহর মাস আল-মহররম এর রোযা এবং পশ্চিমিত নামাজের পর উত্তম রাতের শেষাংশ নামাজ (তাহাজ্জুদ)

দউদুবআ ব্রসু



অধ্যায় দশ-

সুরা আল ফাতিহা	আল কুরআনের প্রথম অধ্যায়
আজান	সলাতের জন্য আহ্বান
সতর	শরীরের গোপনাংশ
যুহর	মধ্যাহ্নের সালাত
ফজর	সুবহে সাদিকের সালাত
ফরজ	ইসলামের ফরজ ইবাদাত সমূহ
ইমাম	যে ব্যক্তি জামাতে সলাহের নেতৃত্ব দিচ্ছেন
ইকামাহ	জামাতে সলাহ শুরু করার ঘোষণা দিয়ে ডাক।
এশা	রাতের সালাত
কা'বা	মক্কার মসজিদ আল হারামের ভিতর অবস্থিত ঘণক্ষত্রের বিল্ডিং, এটি কালো কাপড়ে আঁকানো থাকে।
খুতবা	শুক্রবার ইমামের দেওয়া খুতবা অথবা অন্যান্য ঈদের সালাতে ইমাম যে খুতবা দান করে)
মাগরিব	সূর্যাস্তের সাথে সাথে যে সালাত
মুয়াজ্জিন	যে ব্যক্তি আজান দেয়
অপবিত্র জিনিস	শারীরিক অপবিত্র জিনিস যেমন রক্ত, প্রসাব এবং অন্যান্য পুজ বমি।



নিয়াত	কোন কাজ করার জন্য মনের মধ্যে যে খেয়াল আনা হয়।
কিবলাহ	সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিরা মক্কার যেদিকে মুখোমুখি হয়।
রকাত	সালাতে একচক্র যেখানে দাঁড়িয়ে, তিলওয়াত করে, রুকু এবং সিজদার মাধ্যমে আদায় করা হয়।
সুন্নাহ	ইসলামের অন্যান্য নফল ইবাদাহ সমূহ
সূরা	আল কুরআনের যেকোন অধ্যায়
পবিত্রতা	পবিত্র থাকার বিধানসমূহ
তারাবীহ	সুন্নাহ সালাহ যা রমজান মাসে এশার পরে আদায় করা হয়।
তাওয়ামুম	পানি না থাকলে পানির পরিবর্তে মাটির মাধ্যমে যে পবিত্রতা হাসিল করা হয়।
বিতর	সুন্নাহ সালাত যা তিন রাকাতের মাধ্যমে আদায় করা হয় ,এশার সালাতের পরে।
অজু	যেকোন নামাজের আগে শরীরের নির্ধারিত অংশ পরিষ্কার করা।



الصلاة باللغة البنغالية



Islamic Information Center

مركز التعريف بالإسلام

ইসলামিক সেন্টার ইনফোরমেশন
সুলতান কারুস গ্র্যান্ড মসজিদ, মাস্কট
ওমানের সুলতান